সিলেট ক্ষোরপত্র

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস '৯৮

৮ সেপ্টেম্বর

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শিক্ষার আলো ● ঘরে ঘরে জ্বালো

The Daily Star
Special Supplement
অঙ্গসজ্জা ও পরিকল্পনায় ঃ ধারা এ্যাড

সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষা

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ সাক্ষরতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী ১৯৯৫ সালে বয়স্ক সাক্ষরতার হার ৪৭.৩ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৭ সালে ৫১.০১ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। তুলনামূলক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২ বছরে বয়স্ক সাক্ষরতার হার প্রায় ৪.০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সাক্ষরতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জনের কারণসমূহ নিম্নরূপ ঃ

(ক) সরকারের রাজনৈতিক অঙ্গীকার।
(খ) সাক্ষরতা বিস্তারে সরকারী বেসরকারী সংস্থার আন্তরিকতা ও উদ্যোগ।
(গ) বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রবর্তন।
(ঘ) সরকারী উদ্যোগে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার।
(ঙ) বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা কর্তৃক সারা দেশে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচীর বাস্তবায়ন।
(চ) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নে সরকারী-বেসরকারী সংস্থার পারস্পরিক সহযোগিতা।
(ছ) সাক্ষরতার স্বপক্ষে গণসচেতনতা বৃদ্ধি।

বাংলাদেশের সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষা কর্মসূচী পর্যালোচনা করতে হলে আমদের একটু পেছনের দিকে যেতে হবে। স্বল্প পরিসরে ও বিচ্ছিন্নভাবে বাস্তবায়িত হলেও এদেশে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসুচী বাস্তবায়নের ইতিহাস বেশ পুরানো। অবিভক্ত ভারতবর্ষ থেকে শুরু করে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী কাল পর্যন্ত সময়ে গৃহীত সাক্ষরতা উদ্যোগসমূহ মূলতঃ সমন্বয়হীনতার কারণে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানে শিক্ষাকে জনগণের অধিকার হিসাবে চিহ্নিত করে সকল নাগরিকের জন্য গণমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ ও একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য রাষ্ট্রকে দায়বদ্ধ করা হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় প্রয়াত বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে গঠিত শিক্ষা কমিশন কর্তৃক ১৯৭৪ সালে দাখিলকৃত প্রতিবেদনে ব্যাপক আকারে সাক্ষরতা কর্মসূচী পরিচালনার সুপারিশ করা হয়। সুপারিশ মোতাবেক কার্যক্রম শুরুর প্রাক্কালে তৎকালীন সরকার প্রধান জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর মর্মান্তিক হত্যাকান্ডের প্রেক্ষিতে সরকার পরিবর্তনের ফলে তা বাস্তবায়িত হয়নি। এরপরে ১৯৮০ ও ১৯৮৭ সালে দু'দফা বিরতির পর পুনরায় কর্মসূচী চালু হলেও উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়নি। ১৯৯১ সালে সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কর্মসূচী (ইনফেপ) প্রকল্পের শুরু এবং ১৯৯২ সালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ নামে আলাদা মন্ত্রণালয় চালুর পর থেকে সরকারী পর্যায়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার শুরু হয়। পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারী সংগঠনও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে থাকে।

সবার জন্য শিক্ষা'র নিম্নোক্ত জাতীয় উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সমান্তরাল ও পরিপূরক পদ্ধতি হিসেবে সরকারী পর্যায়ে ইনফেপের নেতৃত্বে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার যাত্রা শুরু হয়েছিল ঃ

(ক) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার শতকরা ৭৬ ভাগ (১৯৯১) থেকে শতকরা ৯৫ ভাগে উন্নীতকরণ;
(খ) ছাত্রী ভর্তির হার শতকরা ৭০ ভাগ (১৯৯১) থেকে শতকরা ৯৪ ভাগে উন্নীতকরণ;
(গ) প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে ঝরে পড়ার হার শতকরা ৬০ (১৯৯১) থেকে শতকরা ৩০ ভাগ হ্রাসকরণ;
(ঘ) বয়স্ক সাক্ষরতার হার ৩৫ ভাগ (১৯৯১) থেকে শতকরা ৬২ ভাগে উন্নীতকরণ।

১৯৯৭ সালে ইনফেপ প্রকল্পের কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটেছে। বিভিন্ন বেসরকারী বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি/সংস্থা ইনফেপ প্রকল্পের মূল্যায়ন করেছেন। মূল্যায়ন প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে, ইনফেপ প্রকল্প লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সফল হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ১.৬৭ মিলিয়ন নিরক্ষরের স্থলে ২.৪৭ মিলিয়ন নিরক্ষরকে সাক্ষরতা সেবা প্রদান করা হয়েছে।

লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পাশাপাশি ইনফেপ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আরও কয়েকটি ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জিত হয়েছে। যেমন ঃ

১। সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন (টিএলএম) কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নের প্রেক্ষাপটে দেশের অন্যান্য অঞ্চলে সাক্ষরতা চাহিদার সৃষ্টি হয়েছে এবং স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে স্বেচ্ছাসেবার মনোভাব গড়ে পঠেছে।
২। ইনফেপ প্রকল্পের সফল সমাপ্তির প্রেক্ষাপটে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার স্থায়ী অবকাঠামো উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর এর সৃষ্টি হয়েছে।
৩। ব্যাপক আকারে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জিত হয়েছে।
৪। সরকারী-বেসরকারী সংস্থার মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও দক্ষতা বিনিময়ের অপূর্ব ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে।
৫। সাক্ষরতাত্তোর কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও উপকরণ উন্নয়নের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জিত হয়েছে।

অধিদপ্তরের আওতায় বর্তমান বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচী

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর বর্তমানে ৪টি প্রকল্পের আওতায় কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। ব্যাপক আকারে কর্মসূচী বাস্তবায়নের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো ২০০০ সাল নাগাদ বয়স্ক সাক্ষরতার জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা ৬২% বয়স্ক সাক্ষরতা ও ২০০৬ সাল নাগাদ বর্তমান সরকার ঘোষিত সম্পূর্ণ সাক্ষরতা অর্জন। বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচীর প্রকল্পওয়ারী লক্ষ্যমাত্রা ও আনুমানিক ব্যয় নিম্নরূপ ঃ

প্রকল্পের নাম	বয়স	লক্ষ্যদল (মিলিয়ন)	মোট আনুমানিক ব্যয় (মিলিয়ন টাকা)		
			জিওবি	পিএ	মোট
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প -০১	১৫-২৪	২.৯৫	৩৯৯.৪৫	১৬৫৩.২৬	২০৫২.৭১
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প-০২	১১-৪৫	৮.১৭৯	১০০০.০০	১৮০০.০০	২৮০০.০০
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প-০৩	৮-১৪	.৩৫১	২৫.০০	৭১৮.০৬	৭৪৩.০৬
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প-০৪	১১-৪৫	২২.৮৮	৬৮২৯.৯৬		৬৮২৯.৯৬
	মোট	৩৪.৩৬	৮২৫৪.৪১	৪১৭১.৩২	১২৪২৫.৭৩

উক্ত ৪টি প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচী মূলতঃ দু'টি কৌশলে পরিচালিত হচ্ছে- কেন্দ্র ভিত্তিক ব্যবস্থায় বেসরকারী সংস্থাকে অনুদান প্রদানের মাধ্যমে এবং প্রচারণা ভিত্তিক ব্যবস্থায় (সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন-টিএলএম) স্থানীয় প্রশাসনকে আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে। এর বাইরে বিভিন্ন মানবহিতৈষী সংস্থাকে বিনামূল্যে বই বিতরণ ও কারিগরী সহায়তা প্রদানের আরেকটি কৌশল রয়েছে। শেষোক্ত কৌশল অবলম্বনের ফলে অনেক সংস্থার কর্মসূচী বাস্তবায়ন দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৪টি প্রকল্পের আওতায় বর্তমানে বিভিন্ন স্থানীয় প্রশাসন সহ ২৪৩ টি বেসরকারী সংস্থা অধিদপ্তরের সহযোগী সংস্থা হিসাবে কর্মসূচী বাস্তাবায়ন করছে। ইতোমধ্যে কেন্দ্র ভিত্তিক ব্যবস্থায় ১৮১২০ টি সাক্ষরতা কেন্দ্রে ৫,৪৩,৬০০ জন নিরক্ষর সাক্ষরতা কোর্স সম্পন্ন করেছেন এবং বর্তমানে চলমান ৪২৮২৫ টি কেন্দ্রে ১২,৮৪,৭৫০ জন শিক্ষার্থী সাক্ষরতা কোর্সে অন্তর্ভূক্ত রয়েছেন। অন্যদিকে টিএলএম কর্মসূচীর আওতায় ২২৩৬২ টি শিক্ষা কেন্দ্রে ৬,৭২,২৯২ জন শিক্ষার্থীকে সাক্ষরতা সেবা প্রদান সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে ৩০,৪৯,৮৮২ জন শিক্ষার্থী নিয়ে ১,০১,৮৭৪ টি টিএলএম সাক্ষরতা কেন্দ্র বাস্তবায়নাধীন পর্যায়ে রয়েছে।

সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন সংস্থার সহযোগিতায় কর্মসূচী বাস্তবায়নের ফলে সংস্থা সমূহের মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ ও পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ের একটি অপূর্ব ক্ষেত্র গড়ে উঠেছে এবং তা ক্রমশঃ সম্প্রসারিত হচ্ছে। এর ফলে বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচীতে জন অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ইতোমধ্যে সাক্ষরতা কর্মসূচী একটি সামাজিক আন্দোলনের রূপ নিয়েছে।

সাক্ষরতা উত্তর কর্মসূচী ও অব্যাহত শিক্ষা ঃ

চলমান কর্মসূচীতে প্রতিটি মৌলিক সাক্ষরতা কোর্স শেষে ৩ মাসের সাক্ষরতা উত্তর কোর্সের ব্যবস্থা রয়েছে। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। কিছু আন্তঃকক্ষ খেলাধূলার সরঞ্জাম ছাড়াও প্রতিটি সাক্ষরতা উত্তর কেন্দ্রে দৈনিক পত্রিকা ও ৮০ ধরনের উন্নয়ন পুস্তিকা সংরক্ষিত হচ্ছে। বর্তমান নীতিমালা মোতাবেক প্রতি ৫টি সাক্ষরতা কেন্দ্রের বিপরীতে ১টি করে সাক্ষরতা উত্তর কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। প্রতিটি সাক্ষরতা উত্তর কেন্দ্রের জন্য ১ জন করে লাইব্রেরীয়ান কাম-শিক্ষক নিয়োজিত আছেন এবং এরূপ ১০টি সাক্ষরতা উত্তর কেন্দ্র তত্ত্বাবধানের জন্য থাকেন ১ জন সুপারভাইজার।

অধিদপ্তর মনে করে যে, অর্জিত সাক্ষরতার পর্যাপ্ত ও দৈনন্দিন চর্চা ছাড়া সাক্ষরতা অর্থবহ হয় না এবং বর্তমান সাক্ষরতা উত্তর কর্মসূচীকে আরও কার্যকর ও অংশগ্রহণমূলক করা প্রয়োজন। এখন প্রতিটি সাক্ষরতা কেন্দ্রকে মৌলিক সাক্ষরতা কোর্স শেষে সাক্ষরতা উত্তর কেন্দ্রে রূপান্তরসহ সাক্ষরতা উত্তর কেন্দ্রের মেয়াদ বৃদ্ধি ও পরিচালনা পদ্ধতি ঢেলে সাজানোর একটি কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। আশা করা হচ্ছে যে, নতুন সাক্ষরতা উত্তর কর্মসূচী অধিক আকর্ষনীয় ও কার্যকর হবে এবং তা নব্য সাক্ষরসহ সমাজের সকল লোকের পঠন চাহিদা মেটাতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।

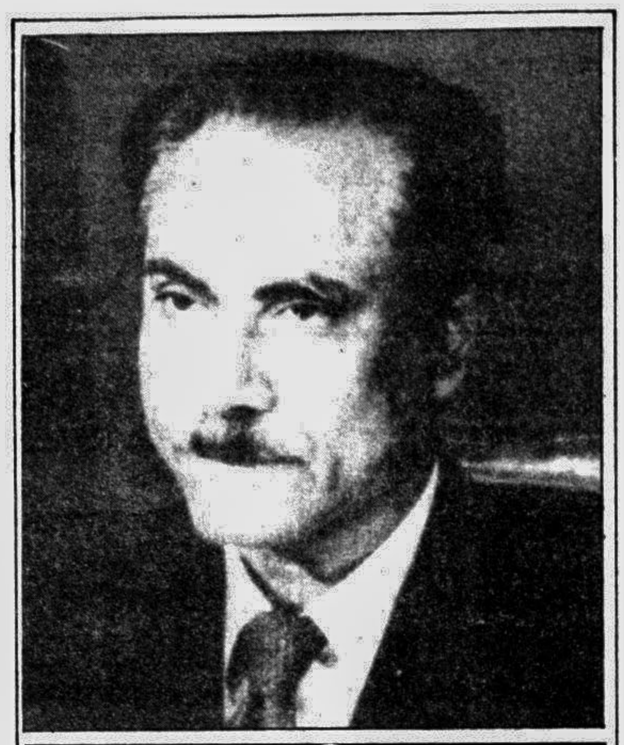

এর বাইরে অব্যাহত শিক্ষার অংশ হিসেবে বর্তমানে দেশের ৭৬টি থানায় ৯৩৫ টি গ্রাম শিক্ষা মিলন কেন্দ্র চালু রয়েছে। এসব কেন্দ্রেও কিছু খেলাধুলার সরঞ্জামসহ দৈনিক পত্রিকা ও বিভিন্ন বিষয়ের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অনুসারক শিক্ষাপোকরণ সংরক্ষিত হচ্ছে। বিভিন্ন সেবাখাতের সঙ্গে অব্যাহত শিক্ষার সম্পৃক্তি ঘটানোর লক্ষ্যে অধিদপ্তরের সহযোগী বেসরকারী সংস্থাসমূহকে তাদের নিজস্ব আয় সৃজন ও বৃত্তীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে নব্যসাক্ষরদের অগ্রাধিকার প্রদানের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। বর্তমানে গ্রাম শিক্ষা মিলন কেন্দ্রগুলো ইউনেস্কোর কারিগরী সহায়তায় পরিচালিত হচ্ছে এবং এখানে নব্যসাক্ষরদের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও অধিদপ্তর মনে করে যে, বর্তমানে অব্যাহত শিক্ষা কর্মসূচী সমাজের বর্ধিত শিক্ষা চাহিদার নিরীখে পর্যাপ্ত নয়। অধিক কার্যকর ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে এটিকে ঢেলে সাজানো এবং এর ব্যাপক সম্প্রসারণ অত্যাবশ্যক। অধিদপ্তর বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে এবং প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করছে।

ধারণা করা হচ্ছে বর্তমানে বাস্তাবায়নাধীন ৪ টি প্রকল্পের কার্যক্রম শেষ হলে আগামী ২০০২ সাল নাগাদ বয়স্ক সাক্ষরতার হার ৮৪% এ উন্নীত হবে। অবহেলিত, দরিদ্র ও বর্তমানে নিরক্ষর বিপুল জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন ও জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে কার্যকর সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে এবং বিভিন্ন সেবাখাতের সাথে এর অর্থবহ সম্পৃক্তি ঘটাতে হবে। এটি একটি চ্যালেঞ্জ এবং তা মোকাবেলার জন্য সরকারী-বেসরকারী সংস্থার পারস্পরিক সম্পর্ক আরও জোরদার করতে হবে।

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। সর্ব স্তরের জনগণের কাছে শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরতে এই দিবস উদ্‌যাপন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

সরকার নিরক্ষরতা দূর করার লক্ষ্যে দেশের অনগ্রসর ও সুযোগ-বঞ্চিত মানুষদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করেছে। দুই হাজার সালের মধ্যে বয়স্ক শিক্ষার হার শতকরা ৬২ ভাগে উন্নীত করা এবং দুই হাজার ছয় সালের মধ্যে দেশকে সম্পূর্ণ নিরক্ষরতামুক্ত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচী সাক্ষরতা বৃদ্ধি এবং শিক্ষার প্রসারে জনগণের মধ্যে অগ্রহ ও সচেতনতা বৃদ্ধি করবে বলে আমি আশা করি।

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও জনগণের জীবন যাত্রার মানোন্নয়নে আমি আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ও জাতীয় পর্যায়ে বয়স্ক শিক্ষা সপ্তাহ পালনের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই এবং এই কর্মসূচীর সাফল্য কামনা করি।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

বাণী

বাংলাদেশে যথাযথ গুরুত্ব এবং মর্যাদার সাথে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ও জাতীয় পর্যায়ে বয়স্ক শিক্ষা সপ্তাহ '৯৮ উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে এ উপলক্ষে গৃহীত ব্যাপক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে নিরক্ষরতা দূরীকরণে আমাদের জাতিগত আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটবে বলে আমার বিশ্বাস।

নিরক্ষরতা আমাদের সমাজের দুর্বিষহ অভিশাপ। এ অভিশাপ দূর করতে হলে আমাদেরকে শিশু, নারী ও বয়স্ক শিক্ষার ওপর সর্বাধিক মনোযোগ নিবদ্ধ করতে হবে। প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, আধুনিকতার প্রসার, গণমাধ্যমের প্রভাব এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে শিশু শিক্ষার অগ্রগতি হলেও দেশে বয়স্ক জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ এখনও নিরক্ষরতার অন্ধকারে ডুবে আছে। ফলে দেশের সার্বিক অগ্রগতি ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এ বাধা অপসারণে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

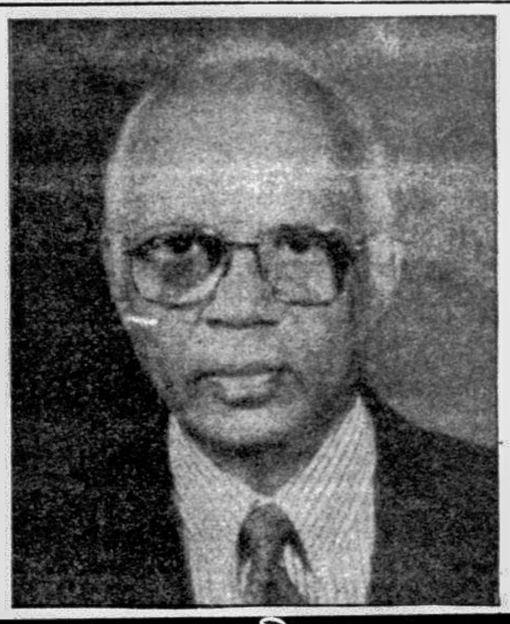

শিক্ষা দেশের সকল নাগরিকের জন্মগত ও সাংবিধানিক অধিকার। আমাদের সরকার দেশ থেকে ২০০৬ সাল নাগাদ সম্পূর্ণরূপে নিরক্ষরতা দূরীকরণের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে। এ অঙ্গীকার পূরণের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নারী, পুরুষ, ধর্ম, বর্ণ ও দলমত নির্বিশেষে আমাদের সকলকে একযোগে কাজে নামতে হবে। আশার কথা নিরক্ষরতা দূরীকরণে আমাদের সমাজে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর দেশব্যাপী সাক্ষরতা বিস্তারে মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সর্বস্তরে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ গ্রহণ এবং শ্রম ও নিষ্ঠার স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলাদেশ ইউনেস্কো আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা পুরস্কার লাভের গৌরব অর্জন করেছে যার ফলে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দেশের সম্মান বৃদ্ধি পেয়েছে। এ গৌরব অর্জনের কৃতিত্ব জাতিগতভাবে বাংলাদেশের সকল নাগরিকের।

আমাদের মহান নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতির আশা আকাঙ্খার বাস্তব রূপ দানের লক্ষ্যে দেশে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচিসহ জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপক ও যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। আমরা জাতির জনকের শিক্ষা বিস্তার কর্মসূচিকে আরও এগিয়ে নিতে চাই। এ লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ, সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি, বয়স্ক শিক্ষার প্রসার ও জাতীয় পর্যায়ে সর্বস্তরে শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। আশা করি দেশের জনসাধারণের সহযোগিতায় আমরা দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করতে সক্ষম হবো।

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ও বয়স্ক শিক্ষা সপ্তাহ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ০৮ সেপ্টেম্বর থেকে সপ্তাহব্যাপী গৃহীত কর্মসূচি দেশের সর্বস্তরের মানুষকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ কার্যক্রমে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি এ দিবস ও সপ্তাহের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা
প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বাণী

শিক্ষা মানব মন বিকাশের মূলমন্ত্র, মানুষের জীবনমান উন্নয়নের চাবিকাঠি। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে চাই শিক্ষা। শিক্ষা ছাড়া কোন দেশ ও জাতির উন্নতি হতে পারে না। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বর্তমান সরকার শিক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। বিদ্যালয়ে গমন উপযোগী সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে আনার ও সকল বয়স্ক নিরক্ষরকে সাক্ষর করে তোলার ব্যবস্থা নিয়েছে। এই উদ্দেশ্যে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি দেশব্যাপী ব্যাপক উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে সোনার মানুষ তৈরীর স্বপ্ন দেখেছিলেন। এ জন্য তিনি যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। তিনি সবকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারীকরণ করে নবগঠিত জাতির শিশুদের শিক্ষা নিশ্চিত করেছিলেন। শিক্ষা কমিশন গঠন করে শিক্ষা সংস্কারের মাধ্যমে নব গঠিত জাতিকে উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকারও সেই লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। সরকার স্বল্পতম সময়ে জাতিকে নিরক্ষরমুক্ত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের আন্তরিক সহযোগিতা পেলে সরকার যথাসময়ে এই অঙ্গীকার পূরণ করতে পারবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

বাংলাদেশের ইউনেস্কো আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা পুরস্কার লাভ আমাদের এই বিশ্বাসকে আরো একধাপ এগিয়ে দিয়েছে। আমাদের কার্যক্রম বহির্বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বয়স্ক শিক্ষা সপ্তাহ ও আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদ্‌যাপন দেশের গণমানুষকে শিক্ষার প্রতি আরো বেশী উৎসাহ ও প্রেরণা যোগাবে।

আমি বয়স্ক শিক্ষা সপ্তাহ ও আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস '৯৮ এর সার্বিক সফলতা কামনা করি।

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হউক

অধ্যাপিকা জিনাতুন নেসা তালুকদার
প্রতিমন্ত্রী
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বাণী

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিক্ষার প্রসারের জন্য যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি শিক্ষার বিস্তারকে সরকারের সাংবিধানিক দায়িত্ব হিসেবে চিহ্নিত করেন।

বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৬ সালের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করার অঙ্গীকার ঘোষণা করেছেন। এই লক্ষ্যে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। বিদ্যালয়বিহীন প্রতিটি গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। বর্তমানে প্রায় আশি হাজারের মত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্কুল গমনোপযোগী এক কোটি আশি লক্ষ বালক বালিকা লেখাপড়া করছে।

বর্তমান সরকার আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি উপানুষ্ঠানিক বয়স্ক সাক্ষরতা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এই কর্মসূচীর মাধ্যমে সুযোগ বঞ্চিত নিরক্ষরদের সাক্ষর করে তোলা হচ্ছে। একই সঙ্গে নব্য সাক্ষরদের জীবনমান উন্নয়নের ব্যবস্থাও নেয়া হচ্ছে। এই কর্মসূচীর সুফল ইতিমধ্যে দেখা দিয়েছে। বর্তমানে দেশে শিক্ষার হার সর্বশেষ প্রাক্কলিত হিসাব অনুযায়ী ৫৬ থেকে ৫৭ ভাগে উন্নীত হয়েছে। বর্তমান সরকার এই সাফল্যের স্বীকৃতিও পেয়েছে। ইউনেস্কোর 'ইন্টারন্যাশনাল লিটারেসি প্রাইজ' লাভের গৌরব অর্জন করেছে আমাদের বাংলাদেশ।

দেশব্যাপী বয়স্ক শিক্ষা সপ্তাহ ও আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদ্‌যাপন জনগণের মনে প্রভাব ফেলবে বলে আমি বিশ্বাস করি। বয়স্ক শিক্ষা সপ্তাহ ও আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ১৯৯৮ এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

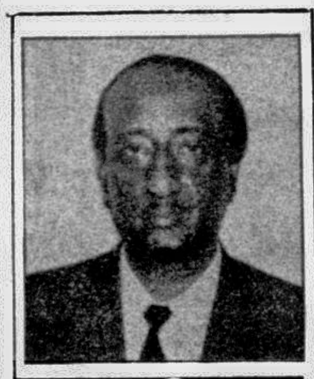

জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

২৪/৮/৯৮
এ এস এইচ কে সাদেক
মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বাণী

শিক্ষা অর্জন ও চর্চা বয়স্ক নিরক্ষরদের দৈনন্দিন কাজের একটি অপরিহার্য অংশ হিসেবে গড়ে তোলা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এই গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য সর্বস্তরের মানুষের অব্যাহত সহযোগিতা একান্তভাবে প্রয়োজন।

সরকার আগামী ২০০০ সালের মধ্যে সাক্ষরতার হার ৬২ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য স্থির করেছে। অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছানোর জন্যে আমরা দেশব্যাপী বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী গ্রহণ করেছি। পাশাপাশি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মাধ্যমে ঝরে পড়া কিশোর কিশোরী, নিরক্ষর যুব সমাজ ও বয়স্ক নিরক্ষরদের সাক্ষর করে তোলার বিভিন্নমুখী কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারী-বেসরকারী সংস্থার যৌথ উদ্যোগে এসব কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে। ইতোমধ্যে আমাদের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম বিশ্বে মডেল হতে চলেছে। এ দেশে বাস্তবায়িত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের স্বীকৃতিস্বরূপ ইউনেস্কো বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা পুরস্কারে ভূষিত করেছে। বিশ্বাঙ্গনে বৃদ্ধি পেয়েছে দেশের পরিচিতি ও সম্মান।

৮ই সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের মধ্যে আমরা আমাদের কর্মসূচীকে সীমাবদ্ধ না রেখে ১৯৯৭ সালের হামবুর্গ ঘোষণার মূলভাব অনুসারে গত বছর থেকে আমরা বয়স্ক শিক্ষা সপ্তাহ পালনের উদ্যোগ নিয়েছি। প্রতিটি বয়স্ক নিরক্ষর মানুষকে যদি আমরা সাক্ষর করে তুলতে পারি, শিক্ষার প্রতি তাদের আগ্রহী করে তুলতে পারি তাহলে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ গ্রহণে এ জাতি হবে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। আমাদের সমগ্র কর্মপ্রচেষ্টা সেই লক্ষ্যে নিবেদিত।

বয়স্ক শিক্ষা সপ্তাহ ও আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস '৯৮ উদ্‌যাপন সাক্ষরতা অভিযানের প্রতি জনগণের সচেতনতা ও অংশীদারিত্বের মনোভাব বৃদ্ধি করবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি বয়স্ক শিক্ষা সপ্তাহ ও আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস '৯৮ এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

ডঃ সা'দত হুসাইন
সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

প্রলয়ংকরী বন্যার কারণে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ও বয়স্ক শিক্ষা সপ্তাহের অনুষ্ঠানাদি স্থগিত করা হয়েছে।